পাস কোর্সের আর আবেদন নেই

কোর্সের মেয়াদ বৃদ্ধি, চাকরির বাজারে উপেক্ষাই এর কারণ

মুসতাক আহমদ

ঐতিহ্যবাহী 'ডিগ্রি পাস কোর্স' শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের কাছে আবেদন হারিয়ে ফেলছে। দেশে ব্যাপক হারে অনার্স পাঠদানকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, কোর্সের মেয়াদ বৃদ্ধি, চাকরির বাজারে উপেক্ষাসহ নানা কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তবে সারাদেশের শিক্ষকরা বলেছেন, এই কোর্সের আকর্ষণ হারানো বা শিক্ষার্থী-অভিভাবক বিমুখিনতার অন্যতম দায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের। তিন বছরের কোর্স হলেও তা শেষ করতে লাগে ছয় থেকে ৮ বছর। অধিকাংশ কলেজেই ঠিকমতো ক্লাস হয় না। একেক বছরের ক্লাস শেষে পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করতে হয় প্রায় আরেকটি বছর। আবার পরীক্ষার পর ক্লাসে বসার জন্যও সমপরিমাণ সময় অপেক্ষা করতে হয়। তাছাড়া কলেজে মানসম্মত শিক্ষকের অভাব আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যক্রমে জটিলতা, দীর্ঘসূত্রতা আর হয়রানি তো রয়েছেই। সব মিলিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ডিগ্রি পাসকোর্স এখন আশীর্বাদের পরিবর্তে অভিশাপে পরিণত হয়েছে। যার শিকার হয়ে সারাদেশের প্রায় ১৮শ' কলেজের চার লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। শিক্ষাজীবনে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ও ইডেন কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ইয়াসমিন আহমেদ বলেন, বর্তমানে প্রায় সব কলেজেই

নেই : পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৪

নেই : আবেদন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ডিগ্রিতে ছাত্রছাত্রী কমছে। নিয়মিত ক্লাস না হওয়া, অনার্সকে বেশি গুরুত্ব দেয়া, তিন বছর মেয়াদি ডিগ্রির প্রয়োজনীয় বই না পাওয়া, ছাত্রীদের সংসার জীবনে ডুবে যাওয়া, চাকরির বাজারে উপেক্ষা, বিশেষ করে বিসিএসে শিক্ষাগত যোগ্যতা থেকে পাস ডিগ্রিকে বাদ দেয়া, ৩ বছরের কোর্স শেষ করতে ৮ বছর লেগে যাওয়া বা তীব্র সেশনজট এর জন্য দায়ী। তিনি বলেন, আর এক বছর পড়লেই যেখানে অনার্স ডিগ্রি মেলে, সেখানে এখন আর পাসকোর্স ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ করে না। তাছাড়া চাকরিদাতারাও অনার্সকে প্রাধান্য দেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন তিন বছর মেয়াদি ডিগ্রি পাসকোর্স চালু হয় ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষে। চার বছর মেয়াদি অনার্স কোর্স চালুর পর সমতা বিধান এবং ডিগ্রির আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতার প্রয়োজনীয়তার স্বার্থে প্রয়াত উপাচার্য অধ্যাপক আফতাব আহমাদের সময় এ কোর্স চালু হয়। নিয়ম অনুযায়ী প্রথম বর্ষে ৪০০, দ্বিতীয় বর্ষে ৬০০ এবং তৃতীয় বা শেষ বর্ষে ৪০০ নম্বরসহ ১৪০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয়। শিক্ষার্থী-শিক্ষক-অভিভাবকদের অভিযোগ, ভালো লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিন বছর মেয়াদি কোর্স চালু হলেও এতে শনিরদশা লেগে আছে গোড়া থেকেই। প্রতিটি বর্ষে ভর্তি, ক্লাস শুরু ও সমাপনী পরীক্ষায় বসার ক্ষেত্রে ৮-১০ মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত এমনিতেই চলে যায়। ২০০১ সালের এইচএসসি পরীক্ষার পর স্নাতক হওয়ার জন্য যেসব শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন, তাদের ২০০৪ সালের মধ্যেই ডিগ্রি অর্জনের কথা। অথচ ২০০৮ সালেও তারা ডিগ্রি লাভ করতে পারেনি।

২০০৭ সালে যারা এইচএসসি পাস করেছে, বিশ্ববিদ্যালয় তাদের যথারীতি প্রথম বর্ষে (২০০৭-২০০৮ সেশন) ভর্তি করিয়ে নিয়েছে গত মার্চ মাসেই। সিদ্ধান্ত ছিল ৩০ এপ্রিল থেকে তাদের ক্লাস শুরু হবে। কিন্তু মে পার হয়ে জুন শেষ হতে চলেছে। অথচ দেশের কোথাও ডিগ্রিতে এখন পর্যন্ত ক্লাস শুরু হয়নি। প্রসঙ্গত, ডিগ্রির এসব শিক্ষার্থীরা গত বছরের (২০০৭ সালের) মে মাসে এইচএসসি পরীক্ষায় বসে। এক বছর যাবৎ তারা একেবারেই শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে রয়েছে। ঢাকার ইডেন কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ইয়াসমিন আহমেদ বলেন, একাধিক পরীক্ষা নেয়ার কারণে মূলত ক্লাসটি তারা শুরু করতে পারেননি। এ মাসের শেষের দিকে ক্লাস শুরু হবে।

জানা গেছে, দেশের প্রায় সব কলেজেই নতুন প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরুর লক্ষ্যে পুরনো প্রথম বর্ষের (২০০৬-২০০৭ সেশন) ক্লাস গত মাসেই সাসপেন্ড হয়ে গেছে। ঢাকার পার্শ্ববর্তী নবাবগঞ্জের 'দোহার-নবাবগঞ্জ কলেজ'র ডিগ্রি প্রথম বর্ষের ছাত্রী সৈয়দা লুৎফে সালসাবিল বন্যা জানান, মার্চ মাসে ডিগ্রি পরীক্ষা শুরুর পর থেকে তাদের ক্লাস হচ্ছে না। যদিও শিক্ষকরা তাদের বলেছেন, মে মাসের পর তাদের আর ক্লাস হবে না। তার মতে, অনানুষ্ঠানিকভাবে তাদের ক্লাস সাসপেন্ড হয়ে গেছে প্রায় চার মাস আগে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, এই বর্ষের (পুরনো প্রথম বর্ষ) পরীক্ষা শুরু হবে আগামী মার্চ মাসে। অর্থাৎ, পরীক্ষার জন্য তাদের এখন আরও দশ মাস অপেক্ষা করতে হবে। ফলে এ বিশাল একটি সময়ের জন্য তারা ক্লাস এবং নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। অথচ বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বে রীতি অনুযায়ী ক্লাস শেষে এক-দেড়মাসের মধ্যে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় বসানোর কথা।

শুধু তাই নয়, একটি বর্ষের পরীক্ষা শেষে সর্বোচ্চ এক মাসের মধ্যে পরবর্তী বর্ষের ক্লাসে বসার রীতি চালু রয়েছে বাংলাদেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু এক্ষেত্রেও পিছিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। গত মার্চ ও এপ্রিল মাসে, যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা (২০০৫-২০০৬ এবং ২০০৪-২০০৫ সেশন) দিয়ে যারা যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে উঠেছে, তাদের ক্লাস কবে শুরু হবে তা এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি বলে কলেজগুলোর অধ্যক্ষদের সঙ্গে আলাপে জানা গেছে। ইডেন কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, আগামী মাসে এসব বর্ষের ক্লাস শুরু করার চিন্তা-ভাবনা করছেন তারা।

আমাদের বাজিতপুর প্রতিনিধি বিমল সরকার জানান, কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর, কুলিয়ারচর, অষ্টগ্রাম, ওয়ালিনেওয়াজ খানসহ বিভিন্ন কলেজে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এসব প্রতিষ্ঠানে ২০০৭-২০০৮ সেশনে ডিগ্রি প্রথম বর্ষের ক্লাস আজও শুরু হয়নি। অনেক কলেজে পূর্ববর্তী দুটি সেশনের (২০০৫-২০০৬, ২০০৪-২০০৫) শিক্ষার্থীদের প্রথম ও দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষা শেষ হলেও তাদের পরবর্তী ক্লাসও শুরু হয়নি (পরীক্ষা যথাক্রমে ১৫ এপ্রিল ও ১৪ মে শেষ হয়েছে)। এই দুটি বর্ষের পরীক্ষার্থীরা এবার পরীক্ষায় বসলেও গত বছরের জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নিজস্ব কলেজে নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। এরা ৬ মাস থেকে সর্বোচ্চ ৯ মাস শিক্ষা কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল।